পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী
STATE MINISTER

بسم الله الرحمن الرحيم

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

১৫ আগস্ট ২০২১

আজ জাতীয় শোক দিবস। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বেদনাবিধুর, বিভীষিকাময় ও কলঙ্কজনক একটি দিন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী।

১৯৭৫ সালের এইদিন খুব ভোরে বাংলাদেশের আকাশে তখনো ভোরের আলো ফুটে উঠেনি, সেই সময় ঘটেছিল ইতিহাসের সেই কলঙ্কজনক ঘটনা। স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে নির্মমভাবে প্রাণ দিয়েছিলেন বাঙালির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্তান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঘৃণ্য ঘাতকরা এই দিনে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, শেখ রাসেলসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে হত্যা করে। বিদেশে অবস্থান করায় এ হত্যাযজ্ঞ থেকে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা।

শোকাবহ এই দিনে, আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের, যারা সেদিনের বর্বরতম হত্যাকাণ্ডে শহিদ হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি নাম। এই নাম বাঙালি জাতির ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন; তাদেরকে শোষণ, নিপীড়ন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি এজন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাঁর দূরদর্শী, সাহসী ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে বাঙালি জাতি হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য ছিনিয়ে এনেছে। বাঙালি পেয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্র, নিজস্ব পতাকা ও জাতীয় সংগীত।

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুই এদেশে উন্নয়নের বীজ বপন করেন। বঙ্গবন্ধু বিজয়ের ৩ মাসের মধ্যে মিত্রবাহিনীকে প্রত্যাহার, ১০ মাসের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন, শতাধিক দেশ কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রদান এবং জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ অব নেশনস, ন্যাম ও ওআইসিসহ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভের মাধ্যমে নতুন প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদ বাংলাদেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরে জাতির পিতা যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করেন, তখনি দেশ ও জাতির শত্রু একটি কুচক্রী মহল তাঁকে হত্যা করে দেশের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে দেয়। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু হলেও তাঁর মূল্যবোধ, নীতি ও আদর্শের মৃত্যু হয়নি। তাঁর আদর্শ প্রোথিত রয়েছে বাংলার জনগণের হৃদয়ে।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথ ধরে, তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সমস্যা মোকাবিলা, শিশু মৃত্যুর হার কমানোসহ নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। এ বছর ১৭ থেকে ২৬ মার্চে আয়োজিত মুজিব জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে বিশ্বনেতারা বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বৈদেশিক মিশনসমূহের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রবাসীদের সমস্যা মোকাবিলায় সদা সচেষ্ট থাকার জন্য অনুরোধ করছি। এই অতিমারি কাটিয়ে উঠতে প্রবাসী বাংলাদেশিরাও একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন বলে আমি আশা করি।